প্রয়োজন তাজউদ্দীনের মতো নির্মোহ নেতৃত্ব

অজয় দাশগুপ্ত

বাঙালি মাত্রেই মহাভারতের কথা জানেন। এমন কোনো বাঙালি খুঁজে পাওয়া যাবে না যার কাছে পঞ্চ পাণ্ডবরা অজ্ঞাত কেউ। এমনি তার প্রভাব, বাংলা কবিতার স্বর্ণযুগের পাঁচ কবিকেও পঞ্চপাণ্ডব নামে আখ্যায়িত করেছি আমরা। কী আশ্চর্য! আমাদের রাজনীতি তথা মুক্তিযুদ্ধের দিকে তাকালেও পঞ্চপাণ্ডবের খোঁজ মেলে। কুর''ক্ষেত্রের সমান বীভৎসতা আর উজ্জ্বলতায় ভাস্বর স্বাধীনতার লড়াইয়ে অগ্রণী, সাহসী পঞ্চপাণ্ডবের কারণেই আজকের বাংলাদেশ, স্বাধীন জন্মভূমি। জ্যেষ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন অনুপস্থিত, পাকিস্তানের কারাগারে। বাকি চারজনের ভেতর ইতিহাসের গতিতে নিয়তি তথা প্রকৃতির নিয়মেই অর্জুনের স্থান দখল করে নিয়েছিলেন শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ। এও এক অদ্ভুত সাযুজ্য। অর্জুন যেমন পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে তৃতীয় এবং বীরত্বে, চাতুর্যে, প্রজ্ঞা ও প্রেমে সর্বাধিক আলোচিত, তাজউদ্দীনও একাত্তরের কুরুক্ষেত্রে একই ভূমিকায়। এ যাবৎ মুদ্রিত, প্রকাশিত, প্রদর্শিত সব ছবিতে, খবরে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার ঠিক মাঝখানে তাঁর স্থান। অলক্ষে ইতিহাসই যেন তা নির্ধারণ করে রেখেছিল। মহাভারতের গল্পে মার আদেশ মান্য করার কারণে এক স্ত্রী তথা দ্রৌপদীকে বরণ করে নিয়েছিল পঞ্চপাণ্ডব। জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকেও সেভাবেই মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা।

যুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে মূল লড়াই সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিয়ে অর্জুনের মতো বিজয় ঘরে তুলে এনেছিলেন এই তাজউদ্দীনই। কিন্‌'ত্তু কখনো কোনোভাবে নেতাকে অসম্মান করেননি। অকারণ চ্যালেঞ্জ বা ঔদ্ধত্য কোনোটাই ছিল না। বাংলাদেশে এক সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের চাক্ষুস অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ ঘটনায় পড়েছি অপমানিত এই সেনাপতির মন্ত্রিত্ব ত্যাগের করুণ কাহিনী। স্বয়ং নেতাই তাঁকে বুঝতে অসমর্থ। সেদিনকার পার্লামেন্ট তথা সংসদ অধিবেশনে অস্থির মন্ত্রীমণ্ডলী, অসহিষ্ণু পরিবেশ, প্ররোচনা আর স্মৃতির শিকার জাতির জনক। বৈরী পক্ষ অপেক্ষা করছিল আরেকটি যুদ্ধংদেহী অবস্থার।

তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাজউদ্দীন আহমেদ অর্থ দপ্তর, অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়তে রাজি হবেন না। ফলে গৃহযুদ্ধে আরো এক ধাপ অগ্রসর হওয়া ঘরে আগুন জ্বালানো সহজতর হয়ে উঠবে। তা হয়নি। ভগ্নদূত যখন চিঠি নিয়ে সংসদ কক্ষে ঢুকেছিলেন, অপেক্ষমাণ নেতৃত্ব গর্জে ওঠে আগাম কল্পিত ভয়ে বলে উঠেছিল : নিশ্চয়ই সই করেননি তাজউদ্দীন? দূতের প্রশান্ত উত্তর ছিল, স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের অর্জুন। অতঃপর কুরুক্ষেত্রের বিজয়কে ধীরে ধীরে ম্লান ও ধূসর হতে দেখেছেন, দেখেছিলেন কিভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল ভাগ্য লক্ষ্মী। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতারাই বেইমানি করেছিল এবং যারা করেননি তারাও ক্ষমতাচ্যুত। শুধু তাজউদ্দীনই ছিলেন ব্যতিক্রম। বিসুভিয়াসের মতো একা, নিঃসঙ্গ, নিভৃতচারী মানুষটি পক্ষ বদলালেও বলার কিছু থাকতো না। কিন্‌'ত্তু তা কী করে হবে? কুরুক্ষেত্রে যেমন প্রতিপক্ষ লাখ কৌরব এখানেও ছিল লাখ পাক সেনা সঙ্গে দেশীয় রাজাকার, দুর্যোধন ইয়াহিয়া আর গুরু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

তাজউদ্দীন তো এদের বিরুদ্ধে লড়েই মুক্তি এনে দিয়েছিলেন। পঁচাত্তরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের খলনায়ক মোশতাকের বিরুদ্ধে তো একাই লড়েছিলেন প্রায়। সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলীর মতো বন্ধুদের ফেলে যাননি। রক্তাক্ত প্রান্তরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে জন্মভূমির দায় মিটিয়ে গিয়েছেন আমাদের অর্জুন। ইতিহাসকে তিনি কলঙ্কিত করতে পারেন না। সমসাময়িকতার ক্ষুদ্রতা তাঁকে স্পর্শ করবে কোন সাহসে?

অতীতের কথা থাক। আজ যখন আমরা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি, 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি দেখে তারা' এমন পরিস্থিতি, তখনো তাঁকে ভুলে থাকা কঠিন। ছিলেন তো নেতার সঙ্গেই। নেতাবিহীন নয় মাস, বছরও পাড়ি

দিয়েছেন, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে হাল ধরেছেন, আনুগত্য টলেনি। দলের প্রতি, মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি ভালোবাসায় একাগ্র। কেউ কোনোদিন চিন্তা করতে পারেনি তাঁকে দিয়ে অন্য কিছু বলানো সম্ভব। ‘শির নেহারিনত শির ঐ শিখর হিমাদ্রী’র মাথা নত করতে পারে এমন নির্যাতন এখনো শেখেনি কেউ। এই তো আস্থা, এর নামই তো বিশ্বাসযোগ্যতা। চরম দুঃসময়ে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে নিজে জ্বলে ছাই হয়েছেন বটে, কৃতজ্ঞতা বা বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ নিয়ে মরতে হয়নি। আদর্শ আর সততা না থাকলে যা অসম্ভব। আজকের বাস্তবতায় এই একজন নেতা বা মানুষের প্রতি তাকালেই অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনাতেই মিলে যায়। অনেক জিজ্ঞাসার নিবৃদ্ধি সম্ভব।

আমাদের রাজনীতি সৎ ও সততা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। দূরবীন দিয়ে খুঁজে, বায়োনিক চোখ বুলিয়েও সৎ মানুষ বের করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের প্রজন্ম এবং পূর্বসূরিদের আজকের তরুণরা অতীতমুখী বলে এড়িয়ে চলতে চায় অথবা দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু এটা মানতেই হবে প্রত্যেক দেশ ও জাতির জীবনে অতীতের কিছু মানুষই পথ প্রদর্শক, নেতা এবং আইকন। জর্জ ওয়াশিংটন লেনিন, নেহরু, চার্চিলের পথ ধরেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে সেসব দেশ ও জাতি। দুর্ভাগ্য আমাদের। গান্ধী ও নেহরু যেভাবে বাপুজি ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে হাল ধরেছিলেন সেরকমটি হলে ইতিহাসই অন্যরকম হতে পারতো, বদলে যেতে পারতো ভবিষ্যৎ। যা হয়নি তার কথা থাক। সাদা শার্টের, অনাড়ম্বর তাজউদ্দীনের নির্মোহ দেশ ও দলপ্রেম যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আত্মত্যাগেও সুন্দরের পথ তৈরি করা যায়– তিনি তারই উজ্জ্বল নজির। জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তার কর্মপ্রবাহের প্রতি মনোযোগই তাই যথেষ্ট।

অজয় দাশগুপ্ত : কলাম লেখক।
dasguptaajoye@hotmail.com